Subject: Philosophy

Topics of discussion: যুক্তি ও বচন (Argument & Proposition)

১) যুক্তির অবয়ব কাকে বলে?

উত্তরঃ যুক্তির ক্ষেত্রে দুটি অবয়ব বর্তমানঃ যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্ত।

২) অবরোহ যুক্তির হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত কী প্রকার বচন হবে?

উত্তরঃ বৈধ অবরোহ যুক্তির হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই সত্য হবে।

৩) যুক্তির আকারগত বৈধতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ অবরোহ যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা বৈধতার নিয়মগুলি অনুসরণ করে যুক্তির যে আকার পাই তার সাথে অন্য যেসব যুক্তির আকার অভিন্ন হয় তাকে বলে যুক্তির আকারগত বৈধতা।

৪) অবরোহ যুক্তিতে কি হেতুবাক্যের সত্যতা বিচার্য বিষয়?

উত্তরঃ অবরোহ যুক্তিতে হেতুবাক্যের বস্তুগত সত্যতা বা মিথ্যাত্ব আদৌ বিবেচ্য নয়, সেখানে বৈধতাই একমাত্র বিবেচ্য।

৫) বৈধ অবরোহ যুক্তিতে হেতুবাক্য কি একটিমাত্র হতে পারে?

উত্তরঃ বৈধ অবরোহ যুক্তিতে হেতুবাক্য একটি হতে পারে আবার একাধিক হতে পারে। একটি হেতুবাক্য থাকলে তার নাম অমাধ্যম যুক্তি এবং একাধিক হেতুবাক্য থাকলে তাকে বলে মাধ্যম যুক্তি।

৮) সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তরঃ সাপেক্ষ বচনের ক্ষেত্রে একটি অংশ অন্য অংশের সম্পর্কে শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু, নিরপেক্ষ বচনের ক্ষেত্রে একটি অংশ অন্য অংশ সম্পর্কে শর্তহীনভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়ে থাকে।

৯) যুক্তিবিজ্ঞানে 'কোনো কোনো' শব্দের অর্থ কী? সরল ও যৌগিক বচনের পার্থক্য দৃষ্টান্তসহ নির্ণয় করো।

উত্তরঃ যুক্তিবিজ্ঞানে 'কোনো কোনো' শব্দের অর্থ হল অন্ততপক্ষে এক।

সরল বচনকে অন্য এক বা একাধিক অঙ্গ বচনে বিভক্ত করা যায় না। যেমন, 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' – এটি হল সরল বচন। কেননা এখানে এই বচনটিকে কোনো অঙ্গ বচনে বিভক্ত করা যায় না। সরল বচনকে বিভক্ত করলে আমরা পদ পাই। এক্ষেত্রে পদদুটি হল 'মানুষ' ও 'মরণশীল'।

অন্যদিকে, যৌগিক বচনকে একাধিক অঙ্গবচনে বিভক্ত করা যায়। এই অঙ্গবচনগুলি পৃথকভাবে একেকটি সরল বচন। যেমন, 'যদি রাম আসে তবে শ্যাম যাবে' – এই বচনটি হল যৌগিক বচন কেননা এর বিশ্লেষণ করলে আমরা যেদুটি অঙ্গ বচন পাই সেইদুটি হল 'রাম আসে' এবং 'শ্যাম যাবে'।

১০) বাক্য ও বচনের মধ্যে একটি পার্থক্য কর। সব যুক্তিকে কি বচন বলা যায়? কোন্ ধরণের বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করা যায়?

উত্তরঃ বাক্যের ক্ষেত্রে দুটি অংশ থাকেঃ উদ্দেশ্য ও বিধেয়। কিন্তু বচনের ক্ষেত্রে অংশগুলি হলঃ মানক বা পরিমাপক, উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়।

বচন হল যুক্তির গঠনগত অবয়ব। একাধিক বচনের মাধ্যমে যুক্তি গঠিত হয়ে থাকে।

ব্যাকরণের বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে একমাত্র ঘোষক বা বিবৃতিসূচক বাক্যই বচন হতে পারে। অবশ্য ব্যাকরণের সমস্ত বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

১১) প্রাচল কাকে বলে?

উত্তরঃ কখনো কখনো বাক্য থেকে বচনে রূপান্তরিত করার সময় আমরা সরাসরি উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের শ্রেণী গঠন করতে পারি না। সেক্ষেত্রে 'স্থান', 'সময়', 'ক্ষেত্র' ইত্যাদি যুক্ত করে আমরা উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের শ্রেণী গঠন করে থাকি। এগুলিকে বলা হয় প্রাচল (Parameter)। যেমন, 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়' – বাক্যটিকে বচনে রূপান্তরিত করতে গেলে এদের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের শ্রেণী গঠন করার সময় যথাক্রমে আমরা বলি 'বাঘের ভয়ের ক্ষেত্র' এবং 'সন্ধ্য হওয়ার ক্ষেত্র'। এগুলিকে বলা হয় প্রাচল।

১২) উপমাযুক্তি কাকে বলে?

উত্তরঃ দুটি বিষয়ের মধ্যে কতগুলি দিক থেকে সাদৃশ্য বর্তমান। একটি বিষয়ে একটি অতিরিক্ত ধর্ম উপস্থিত দেখে এবং পূর্ব প্রত্যক্ষিত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে, অন্য বিষয়টিতেও সম্ভবত ঐ নতুন ধর্মটি উপস্থিত থাকবে। এক্ষেত্রে অনুসৃত যুক্তিটি হল উপামা যুক্তি বা সাদৃশ্যমূলক অনুমান।